ফুলেল শুভেচ্ছা ও জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৫ হাজার ৪৩০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি।

এম এ খালেক পুনরায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ গতকাল বুধবার দিনভর তার সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

সকাল থেকেই উপজেলা বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার বাড়িতে ছুটে আসেন।

এসময় জনগণের ভালোবাসা ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এম এ খালেক। তারা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় এম এ খালেক সবার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন আমি সেই ভালোবাসায় অভিভুত। আমি পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামী পাঁচটি বছর গাংনীর উন্নয়নে কাজ করবো। আমি আপনাদের দোয়া চাই, যাতে গাংনী উপজেলাবাসীর সেবায় আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারি।
গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শওকত আলী, শাহানা ইসলাম শান্তনাসহ

আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তুরের নেতা কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করেন ও ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বরবৃন্দ, ও অসংখ্য দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থক ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

কলকাতায় খু*ন হলেন এমপি আনার, দেশে গ্রেপ্তার ৩

চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে নিখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার। কলকাতার একটি বাসায় ‘পরিকল্পিতভাবে খুন’ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেছেন, ভারতীয় পুলিশের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য পওয়ার পর বাংলাদেশের পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের তিনবারের সংসদ সদস্য আনার কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। গত ১১ মে তিনি দর্শনা-গেদে সীমান্ত দিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে যান।

কলকাতায় পৌঁছে তিনি ওঠেন তার বন্ধু, বরাহনগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে। কিন্তু ১৬ মে থেকে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারছিল না বলে জানান তার পরিবার।

আনার নিখোঁজ জানিয়ে ১৮ মে বরাহনগর থানায় জিডি করেন বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। সেখানে বলা হয়, ১৩ মে দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। তবে তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে আসা এক বার্তায় বলা হয়, তিনি দিল্লি যাচ্ছেন।

এদিকে আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন পরে ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার বাবার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি

জানান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পরের কয়েক দিনে দুই দেশের পুলিশের মধ্যে যোগাযোগের পর বুধবার সকালে কলকাতার সংবাদমাধ্যমে আনারের খুন হওয়ার খবর আসে। বলা হয়, নিউ টাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেন নামের বিলাসবহুল একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পাওয়া গেছে বাংলাদেশের এ সংসদ সদস্যের লাশ।

ভারতে তার মরদেহ উদ্ধারের সংবাদ পাওয়ার পর তার দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত শত শত মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমপি আনার জেলার কালীগঞ্জ শহরের ভূষণ রোড়স্থ বাড়িতে বসবাস করতেন। তার দুই মেয়ে স্ত্রী রয়েছে।

এমপির নির্বাচনী এলাকা কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর দূর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ওহিদুজ্জামান ওদু বলেন, আমরা তার মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজনৈতিক কার্যারয়ের সামনে এসেছি। তার মৃতদে ভারতে পাওয়া গেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা বলতে পারছিনা। এমপির সাথে কারো কোন বিরোধ ছিল না। যা ছিল তা খুবই সামান্য কিন্তু তার জনপ্রিয়তা ছিল অনেক। তিনি বলেন তার পরিবার ঢাকাতে অবস্থান করবেন। তারা ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে রওয়া দিয়েছেন। তারা আসলে আরো কিছু জানা যাবে।

তিনি বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমপির মরদেহ দেশে আনা হবে। আমরা এখন মরদেহের জন্য অপেক্ষা করছি।

ভারতে পৌছে পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার অন্তর্গত মন্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে ওঠেন। পরের দিন ১৩ মে ডাক্তার দেখানোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ১৫ মে বরাহনগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাসের হোয়াটস এ্যাপে ম্যাসেজ করে জানান তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। ১৬ মে এমপির ব্যক্তিগত গাড়ি চালক তরিকুল ইসলামের ব্যক্তিগত মুঠোফোনেও একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানান দিল্লি যাওয়ার কথা। এরপর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান আনোয়ারুল আজিম আনার। এরপর থকে পরিবার ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাকে ফোনে বা কোনো মাধ্যমে না পেয়ে বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানান উদ্বিগ্ন এমপি পরিবার। এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে ১৮ মে থানায় একটি মিসিং ডাইরি করেন এমপি’র পরিচিত ভারতের বরাহনগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাস।

আনোয়ারুল আজীম আনার ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য। তিনি ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে টানা ৩ বার আওয়াামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দির্ঘ দশ বছর হলো তিনি এলাকার উন্নয়নে কাজ করছেন। সাংসদ হিসাবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য তার বেশ সুনাম রয়েছে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকার গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের সাথে দেখা করে সমস্যা শোনেন ও সমাধান করেন। তিনি চলাচলের সময় কোন পুলিশ প্রটোকল ব্যবহার না করে একা একা চলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। সবথেকে আলোচিত বিষয় তার নির্বাচনী এলাকায় যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার বাড়িতে যান এবং শোকার্ত পরিবারকে শান্তনা দেন। এমনও হয়েছে তিনি একদিনে ১০ জন মৃত্যু ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি পাঁচ সহাস্রাধিক মৃতু ব্যক্তির দোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। যা দেশের একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিরল।

এদিকে বুধবার সকালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আনারের খুন হওয়ার খবর আসে। তারপর দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল। বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যতটুকু তথ্য তারা পেয়েছেন, তাতে বাংলাদেশের লোকজনই এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আরো কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে।

“আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে আনোয়ারুল আজীমকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ভারতের পুলিশ আমাদের যে তথ্য দিয়েছে, সে তথ্য অনুযায়ী আমাদের পুলিশ যারা খুন করেছে বা খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আমরা যাদের সন্দেহ করছি, তাদের মধ্য থেকে তিনজন অপরাধীকে পুলিশ ধরেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আনারের বন্ধু গোপাল বিশ্বাসও বলেন, তিনি যে জিডি করেছিলেন, তার তদন্ত কর্মকর্তা শুভেন্দু গোস্বামী সকালে তাকে ফোন করে আনারের লাশ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা যতটুকু খবর পাচ্ছি, সে অনুযায়ী আমরা তদন্ত করছি” আনোয়ারুল আজীম আনার যে এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন, ঝিনাইদহ সীমান্তবর্তী ওই এলাকাটি একটি ‘সন্ত্রাসকবলিত’ এলাকা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনন্ত্রী বলেন“আনোয়ারুল আজীম এবারও ওই এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য যাওয়ার (কলকাতায়)

পর ওই ঘটনা ঘটে। আমাদের পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে। আমরা শিগগিরই এই খুনের মোটিভ কী ছিল তা আপনাদের জানাতে পারব। ভারতের পুলিশ আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে।”

মন্ত্রী আরও বলেন, সংসদ সদস্য আনারের খুন হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ভারতের পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে বাংলাদেশ পুলিশ।
“তদন্ত শেষ হলে আপনাদের সবাইকে জানানো হবে তিনি কেন খুন হয়েছেন, কে কে খুন করেছে, কী ধরনের অস্ত্র দিয়ে খুন হয়েছেন।”

বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য ভারতে গিয়ে খুন হলেন, এ ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরবে কিনা এমন প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, “ঘটনার পর থেকে ভারত আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে। এখানে সম্পর্কে ফাটল ধরার মত কোন কিছু হয়নি। কারণ হত্যায় যুক্তরা সবাই বাংলাদেশি, এখানে কোনো ভারতীয় নেই।”

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমানও ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্রিফিংয়ের কিছুক্ষণ পর ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এমপি আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন।

তিনি বলেন, “আপনার সবাই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়ছে, এজন্য আমি ডিবি কার্যালয়ে এসেছি। এই মামলার মোট আসামি ৫ জন, ৩ জনকে ধরেছে। বাকিদের ধরার চেষ্টা করছে। সব বিষয়ে জানতে এবং মামলা করতে এসেছি।”

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান এমপি’র মেয়ে ডোরিনের, তিনি বলেন, “ডিবির সব কর্মকর্তা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন আসামিদের ধরার ব্যাপারে। আন্তরিকতার সঙ্গে তারা সহযোহিতা করছেন। আমি বাবা হত্যার বিচার চাই। খুনিদের শাস্তি দেখতে চাই। প্রকাশ্যে তাদের মৃত্যু দেখতে চাই।”

কাউকে সন্দেহ করছেন কি না এ প্রশ্নে এমপি আনারের মেয়ে বলেন, “আমি চিনি না। কিন্তু তাদের চিনতে চাই। কাউকে আমি সন্দেহ করছি না। কিন্তু খুনিদের পরিচয় জানতে চাই। তারপর আমি আমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করব।”

রাত পোহালেই গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট যুদ্ধ।

উপজেলা নির্বাচনকে ঘীরে স্থানীয় রাজনীতি ও ভোটারদের মাঝে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। যার বড় অংশজুড়ে রয়েছে প্রার্থী নিয়ে পর্যালোচনা। বর্তমান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল নিয়েই চলছে আলোচনা-পর্যালোচনা।

প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি উপজেলা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ায় গাংনীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে নানা হিসেব নিকেশ।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেলেও সদ্য সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সাংবাদিক সম্মেলন করে সরে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানে ভোটের মাঠে রয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক (আনারস), উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল(হেলিকপ্টার), সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), বিএনপির বহিস্কৃত নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

এছাড়া ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারুক হাসান (টিউবওয়েল), দেলোয়ার হোসেন মিঠু (তালা), রেজাউল হক (চশমা)। তবে ইতোমধ্যে রেজাউল হক প্রতিদ্বদ্বীতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারহানা ইয়াসমীন (হাঁস) আলপনা আক্তার (কলস) ও নাছিমা খাতুন (ফুটবল) প্রতীকে ভোট করছেন।

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, এই উপজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬০ হাজার ৯৬ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৩০ হাজার ২৪৭ ও পুরুষ ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ২৯ হাজার ৮৪৯ জন।

১০৭ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩০ টি ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিকে নির্বাচনকে উৎসবমুখর নিরপেক্ষ ও অবাধ করার জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটার সরাঞ্জাম ও দায়ীত্বে নিয়োজিত, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ নিরাপত্তার সাথে জড়িত সবাইকে ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল ফোর্স হিসেবে ২ প্লাটুন বিজিবি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান টিম টহল দিচ্ছেন।

এদিকে নির্বাচনকে ঘীরে বর্তমানে গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগের রাজনীতিক ও জন প্রতিনিধিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য (এমপি) এএসএম নাজমুল হক সাগর ও সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করলেও সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলীসহ অন্যান্য নেতারা মখলেছুর রহমান মুকুলের পক্ষে নিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন।

অপরপক্ষে গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, এই উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু নিয়েছেন বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের পক্ষে ভোটের মাঠে কাজ করছেন।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য

আজিম আনার ‘নিখোঁজ’!

চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে নিখোঁজ রয়েছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। পরিবারের সদস্যরা গত কয়েকদিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েছেন। আনোয়ারুল আজিম আনারের সন্ধানে গতকাল শনিবার ভারতে গেছেন তার ভাতিজা সাইমনসহ আরো তিনজন। আজ (১৯ মে) রবিবার পর্যন্তও তারা কোনো খোঁজ পায়নি।

সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী আব্দুর রউফ বলেন, গত ১২ মে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বর্ডার হয়ে চিকিৎসার জন্য ভারত যান আনার। ভারতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নিউ টাউন এলাকায় বন্ধু গোপালের বাসাতে ওঠেন।

তিনি বলেন, ১৩ মে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয় সংসদ সদস্যের। পরের দিন ১৪ মে একবার কথা হওয়ার পর তার মোবাইল ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে আর কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি পরিবারের সদস্য ও রাজনৈতিক নেতারা।

আনোয়ারুল আজিম আনার নিখোঁজ থাকার বিষয়টি পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন বলে জানান আব্দুর রউফ। নিখোঁজের বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ খোঁজ নিতে শুরু করেছেন বলে কয়েকটি বিশ্বস্থ সূত্রে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সভাপতি ও সাবেক সাংসদ শফিকুল ইসলাম অপু জানান, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তবে যদি ঘটনা সত্য হয় তবে খুবই উদ্বেগ ও দুঃখজনক ব্যাপার। তিনি দল ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবেন বলেও সাবেক এই সংসদ জানান।

ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর করিম মিন্টু বলেন, বিষয়টি তার পরিবার গতকাল আমাকে জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে জানাবেন বলেও জানান। এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ আবু আজিফ জানান, স্থানীয় এমপি সাহেবের নিখোঁজ থাকা এমন একটি খবর লোকমুখে শুনেছি। তবে কেউ আমাকে লিখিত ভাবে জানায়নি।

এমএ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী মাঠে নামলেন গাংনীর সাবেক মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলার সাতজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

এরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে এমএ খালেকের পক্ষে এক সাথে নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এ-উপলক্ষ্যে গাংনী উপজেলা শহরের মন্ডল সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমএ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, স্থানীয়

আওয়ামী লীগ নেতা মইনাল হক, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে একসাথে চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ খালেক গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এর আগে এমএ খালেকের পক্ষে বিরাট মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নেতৃবৃন্দ।

নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা বিএনপির ১৩ নেতাকর্মী কারাগারে

নাশকতা মামলার আসামী চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ১৩ নেতাকর্মীর জামিনের আবেদন নাকোচ করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: তৌহিদুল ইসলাম এই জামিনের আবেদন না কোচ করে জেলা করাগারে আটক রাখার আদেশ দেন।

জামিন না পাওয়া নেতাকর্মীরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সহসাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চ, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুবদল নেতা আব্দুর রাজ্জাক, বিএনপি কর্মী হাতেম ও রফিক।

আদালত সূত্রে জানাযায়, দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং ১ তারিখ

২/১১/২৩ ও জিআর ১৪২/২০২৩ নাশকতা মামলার আসামী ছিলেন বিএনপির এসব নেতাকর্মী। এর আগে বিএনপির এসকল নেতাকর্মী উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্ত ছিলেন।

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবো- শফিকুল আলম

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গিকার করলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলম।

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম। তার প্রতীক কাপ পিরিচ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে তার নিজ বাসভবনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং দিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।

এসময় তার ভাই স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ইছার উদ্দীন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক মুরাদ হোসেন, আব্দুল বারী, মনিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ, প্রধান মন্ত্রীর ফটো সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম কল্লোলসহ কয়েকজন কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থী এ কে এম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনে প্রচারনা শুরু হবার পর আমি লক্ষ করলাম, প্রচার প্রচারনায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে যতটুকু লড়াই করতে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লড়াই করতে হচ্ছে একটি সিন্ডিকেটের সাথে। আগে নির্বাচন করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো না যে, আগে সিন্ডিকেটের সাথে পরে প্রার্থীদের সাথে লড়াই করতে হবে। লড়াই আমাকে দুটো

করতে হচ্ছে। আমাকে সিন্ডিকেট ও প্রার্থীদের সাথে এক সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। যা অন্যরা শুধু প্রার্থীদের সাথেই করছে। আবার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হতে লাগলো। আমি লক্ষ করলাম ভোটের লড়াই ও সিন্ডিকেটের লড়াই দুটো লড়াই এক সাথে করা যাবেনা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি একটা লড়াই জাগি রাখবো একটা লড়াই বন্ধ করবো। তাই আমি ভোটের লড়াই থেকে সরে যাচ্ছি তবে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই আমি চালিয়ে যাবো। এজন্য আমি নির্বাচন থেকে সরে গেলাম এটাই ফাইনাল কথা। আমার যারা শুভাকাঙ্খী আছেন, তাদের একটা কথাই বলবো এই নির্বাচনে সিন্ডিকেট যেদিকে থাকবে, আমার এবং আমার প্রিয় মানুষগুলো তার বিপক্ষে থাকবে। আমি সিন্ডিকেট বিরোধী ছিলাম এবং আগামীতে থাকবো। আপনারা আমার কথাটার মানে বুঝে সেইভাবে আপনাদের অবস্থান নেবেন।আগামী দিনে ভাল কিছইু হবে।

তিনি আরও বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী পৌরমেয়র আহমেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছি।

আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও আপনাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিনি। আপনাদের সাথে সম্পর্ক আমার আগের মত অটুট থাকবে। আপনাদের পাশে থাকবো। বিপদে আপদে আগে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যাতেও থাকবো। তেমন কোনো পরিবর্তন হবেনা।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার করে নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা ও ১৩ এপ্রিল সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন মোটরসাইকেল প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোশাররফ হোসেন বলেন, ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক কারনে এবং আগামীতে দলীয় ঐক্যের স্বার্থে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। তিনি বলেন নির্বাচনে যে সব নেতাকর্মী, সমর্থক ও ভোটার ভাই বোনেরা আমাকে এতদিন সমর্থন জানিয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতগতা প্রকাশ করছি। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আপনরা যে কষ্ট পেয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, যে কোনো গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রামে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আগামীতেও থাকবো। তিনি উপজেলা নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করার অনুরোধ জানান।

এসময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধাারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, সহসভাপতি আল ফারুক, ষোলটাকা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার কেও নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৬ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান শিলা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন দোয়াত কলম প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

আজ রবিবার (১২ মে) বিকেলে লাইলা আরজুমান বানু শিলা তার গাংনীস্থ বাসাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান বানু শিলার পক্ষে তার স্বামী সদ্য সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, “পারিবারিক কারনেই আমরা এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছি।

তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের একাধিক নেতা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন। একাধিক প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিভ্রান্তি হচ্ছে। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে কিছুটা হলেও সেখান থেকে মুক্ত হবে দল। নেতা কর্মীরা তাদের পছন্দমত যে কোনো একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করবেন। সেই প্রত্যাশা নিয়ে একান্ত আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণেই এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছি। আমরা চাই, গাংনীর আওয়ামীলীগ পরিবারের সকল নেতা কর্মী তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিয়ে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ

করবেন। তাদের পছন্দ এবং যোগ্যতম নেতাকেই বেঁচে নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমার স্ত্রী লাইলা আরজুমান বানু শিলা গাংনীর জনপদে নারী জাগরণে ব্যাপক কাজ করেছেন।‘সামাজিক, রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করে গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। নির্বাচনে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অনুরোধ করছি। এসময় গাংনী উপজেলা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক নজরুল ইসলাম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাস্টারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক (আনারস), সাবেক চেয়ারম্যান এ কে এম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার)

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো(কৈ মাছ), সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মুকুল জোয়ার্দ্দার (শালিক পাখি)। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান পদে, মো: ফারুক হাসান (টিউবওয়েল), মো: দেলোয়ার হোসেন মিঠু (তালা), মো: রেজাউল করিম (চশমা), এবং মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে, বর্তমান মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন (হাঁস), নাসিমা খাতুন (ফুটবল) ও জাকিয়া আক্তার (কলস) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস

চেয়ারম্যানদের পুষ্পস্তবক অর্পন

মুজিবনগরে নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু এবং ভাইস চেয়ারম্যান বিএম জাহিদ হাসান রাজীব, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) তোকলিমা খাতুন মজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান গন এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নবনির্বাচিত মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহর রহমতে এবং মানুষের ভালোবাসায় আমি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি আর সেই সাথে আমি দুইজন সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান পেয়েছি। ভবিষ্যতে আমি দ্বিধা বিভক্ত মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সমস্ত ক্ষত সারিয়ে সবাইকে একসাথে নিয়ে একটি শক্তিশালী আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ,, যুবমহিলা লীগ, ছাত্রলীগ গড়ে তুলবো। গত নির্বাচনে আপনারা সেটি দেখতে পেয়েছেন আমি নির্বাচিত হয়ে আমাদের সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ত্যাগী নেতা জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের সাথে দেখা করেছি বর্তমান সভাপতি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রফিকুল ইসলাম তো তার সাথেও দেখা করেছি। আমি চাই মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্ত আছে সমস্ত বিভক্ত দূর করে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের হাতকে শক্তিশালী করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে গতিশীল করে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী, উপজেলা যুবমহিলা লীগকৃষক লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।